সুপ্রিম কোর্টে সমকামীদের আবেদন নিয়ে শুনানি শুরু, সমকামিতাকে হিন্দুত্ববিরোধী বলে তকমা স্বামীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : দুই প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে অপরাধ বলে যে তকমা দেওয়া হয়েছে, কার্যত তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এই যুগান্তকারী মামলার শুনানি শুরু হল মঙ্গলবার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, বিচারপতি এ এম খানউইলকর, বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রাকে নিয়ে তৈরি পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হল। এলজিবিটি অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত আরিফ জাফর, অশোক রো কভি এবং মুম্বইয়ের হামসফর ট্রাস্ট নামে একটি এনজিও দু'টি পৃথক আবেদন করেছে। এই দু'টি পৃথক আবেদনের ভিত্তিতেই মামলার শুনানি শুরু করল পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। গত ২৩ এপ্রিল সংবিধানের ৩৭৭ ধারা অনুসারে এ নিয়ে কেন্দ্রের কাছেও জবাব চাওয়া হয়েছে।

এছাড়া আইআইটিগুলির বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে ২০ জন ছাত্র নতুন করে একটি আবেদন করে। তারা দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের পুনরাবৃত্তি চান। গত ৮ জানুয়ারি শীর্ষ আদালতের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মুম্বইয়ের নাজ ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিওর আবেদন জমা পড়েছিল। তারা ২০১৩ সালে শীর্ষ আদালতের দেওয়া রায়ের বিরোধিতা করেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও নাজ ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও এজন্য জবাবদিহি চায়। শীর্ষ আদালত নৃত্যশিল্পী এন এস জহর, শেফ রিতু ডালমিয়া এবং হোটেল মালিক আমন নাথ সংবিধানের ৩৭৭ ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রায় একই রকম আরেকটি আবেদন অবশ্য বাতিল করে দিয়েছে।

এদিকে সমকামীদের যৌন সম্পর্ক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শুনানির ঠিক আগেই ভারতীয় জনতা পার্টির ফায়ারব্র্যান্ড সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী বলেছেন, সমকামিতা মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সমকামিতা হিন্দুত্বেরও বিরোধী। বিজেপি সাংসদের আরও দাবি, এটি একট অসুখ এবং এই অসুখ কীভাবে সারানো যায় সেজন্য মেডিক্যাল গবেষণায় অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। বিষয়টি সাত বা নয় সদস্যের বেঞ্চে সরকারের তোলা উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন।

দুই প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন অপরাধ বলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় যে মন্তব্য করা হয়েছে, কার্যত তাকেই চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। স্বামীর মন্তব্য নিয়ে অবশ্য সরকার বা সমকামীদের সংগঠন কেউই কোনও মন্তব্য করেনি। তবে এক্ষেত্রেও সুব্রহ্মণ্যম স্বামী যেভাবে হিন্দুত্বকে টেনে এনেছেন, তা কেউই ভাল চোখে দেখছেন না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী, সমকামীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক তৈরি হলে তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো শাস্তিও হতে পারে এই অপরাধের জন্য। একইসঙ্গে হতে পারে জরিমানাও। তবে জরিমানা অনাদায়ে শাস্তি আরও ১০ বছরের জন্য বেড়ে যেতে পারে। ২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট সমকামীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন অপরাধ নয় বলে ঘোষণা করে। এর বিরুদ্ধে মামলা হয় শীর্ষ আদালতে। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সমকামীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ককে অপরাধ বলে ঘোষণা করে। সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণার বিরুদ্ধেই সমকামীরা এবং তাদের সমর্থক সংগঠন হামসফর ট্রাস্ট আবেদন করে। প্রসঙ্গত, হামসফর ট্রাস্ট দীর্ঘদিন ধরে এলজিবিটিদের অধিকার রক্ষায় আন্দোলন করে আসছে। চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে বাতিল করার জন্য তারা কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেন।

এই মামলায় কেন্দ্রের তরফে সওয়াল করেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনিও ৩৭৭ ধারার উদাহরণ টেনে সমকামীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে অস্বাভাবিক অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। যারা এ ধরনের অপরাধে যুক্ত থাকবে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একইসঙ্গে জরিমানা দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে হবে বলে দাবি করেন তিনি।

আমেরিকা সহ বিশ্বের বেশকিছু দেশেই সমকামীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে কেন এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন এলজিবিটি-দের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত সংগঠনগুলি। তবে তাদের দাবির মধ্যেই বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী সমকামিতা হিন্দুত্ববিরোধী বলে মন্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

দিল্লিতে প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্থা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : একটি সুপরিচিত মিডিয়া হাউসে কর্মরত এক মহিলা সাংবাদিককে মঙ্গলবার একেবারে দিনের আলোয় নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করে বাইক আরোহী দুই অপরাধী। ওই মহিলা সাংবাদিক নিকিতা জৈন তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইটে ট্যুইট করে এরপরই দিল্লি পুলিশকে ইভ টিজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। ট্যুইট করে নিকিতা জানান, সেক্টর ১৬-এ নয়ডার ফিল্ম সিটিতে তাঁর অফিস থেকে বেরনোর পরই তিনি বুঝতে পারেন, দুই বাইক আরোহী তাঁর গাড়ির পিছু ধাওয়া করেছে। তিনি তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হননি। তাঁর অভিযোগ, এই বাইক আরোহী অপরাধীরা বরং তাঁর গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করে। তাঁর গাড়িও ওই বাইক আরোহীদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে প্রায় ২০ মিনিট কেটে যায়। তখন তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে অক্ষরধামের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় লাল আলো জ্বলতেই নিকিতা গাড়ি থামিয়ে তাদের এই কাজের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন। ওই দুই যুবক অশ্লীল মন্তব্য করে তাঁর পাশ কাটিয়ে যায়। এরপর ফের তারা গাড়ির কাছাকাছি চলে আসে এবং অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকে। নিকিতার ট্যুইট দেখার পর দিল্লি পুলিশ তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইটে ফরমাল অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছে।

এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলা, সপুত্র চিদম্বরমের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তি চিদম্বরমের এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনের সময়সীমা বাড়ল। চলতি বছরের ৭ আগস্ট পর্যন্ত এই সময়সীমা বাড়িয়েছে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট। প্রসঙ্গত, এয়ারসেল-ম্যাক্সিস অর্থ নয়ছয়ের ঘটনায় আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছেন সপুত্র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এই মামলার যাবতীয় তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছে। ইডি-র তরফে মঙ্গলবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে চিদম্বরমদের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করা হয়। ইডি-র আইনজীবী বলেন, তাদের জামিন দেওয়া হলে প্রকৃত সত্য অধরা থাকবে। প্রসঙ্গত, গত মাসে ইডি কার্তি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে চার্জশিট ফাইল করেছে। কার্তি ছাড়াও ইডি তাদের চার্জশিটে আরও চারজনের নাম দিয়েছে। অর্থ নয়ছয় আটকাতে ইডি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের ৪ ধারায় এই চার্জশিট দাখিল করে। চার্জশিটে কার্তি ছাড়াও আরও চারজনের নাম রয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চার্জশিটের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে চিদম্বরম সিনিয়রের নাম। যদিও তিনি এই মামলায় অভিযুক্ত নন। তবে কেন তাঁর নাম ইডির চার্জশিটে বার বার এসেছে জানতে চাওয়া হলে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী জানান, পরে একটি অতিরিক্ত চার্জশিট দায়ের করা হবে। এই মামলার মূল উৎস এয়ারসেলে বিনিয়োগের জন্য মেসার্স গ্লোবাল কমিউনিকেশন হোল্ডিং সার্ভিসেস লিমিটেডকে সবুজ সংকেত দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ড। ইডির দাবি, এজন্য এয়ারসেল টেলিভেঞ্চার্স লিমিটেডের তরফে এএসসিপিএল নামে একটি সংস্থাকে ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই সংস্থার সঙ্গে কার্তির যোগ রয়েছে। তাদের আরও দাবি, অর্থ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই এয়ারসেল ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ডের অনুমতি পেয়ে যায়। ইডি-র চার্জশিটে বলা হয়েছে, এফআইপিবি-র অনুমতি কী পরিস্থিতিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের দফতর থেকে দেওয়া হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছে তারা।

নালন্দায় মিলল আরজেডি নেতার মুণ্ডহীন দেহ

নালন্দা, ১০ জুলাই : বিহারের নালন্দা জেলার খুদাগঞ্জ অঞ্চলে সেতুর নিচে এক আরজেডি নেতার মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নালন্দার আরজেডির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস পাসোয়ানকে সম্প্রতি অপহরণ করে হত্যা করা হয়। এদিন তাঁর মুণ্ডহীন দেহটি মিলেছে পৈমর নদীর সেতুর নিচ থেকে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে জানা গেছে। পাসোয়ানের পরিবারের দাবি, গত ৬ জুলাই বাকচি গ্রামের ছট্টু গুপ্তা পঞ্চায়েতের একটি মিটিংয়ের জন্য তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। ছট্টু দীর্ঘদিন ধরে পাসোয়ানের পরিচিত। এই কারণে তাঁরা কোনওরকম সন্দেহ করেননি। কিন্তু রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাঁরা পাসোয়ানের খোঁজ করেন। কিন্তু কোথাও আরজেডি নেতার খোঁজ মেলেনি। অবশেষে মৃত পাসোয়ানের পুত্র সঞ্জয় ছোট্টুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে তাঁর বাবাকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। অবশেষে সোমবার নালন্দা জেলার খুদাগঞ্জে পৈমর নদীর সেতুর নিচে তাঁর মুণ্ডহীন দেহটি মেলে। প্রায় বিকৃত হয়ে যাওয়া দেহটি সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের লোকেরা দেহের কাঠামো এবং পোশাক-আশাক দেখে সেটিকে শনাক্ত করেন।

জলপথে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে বেসরকারি পর্যটন শিল্পের সাহায্য চান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি

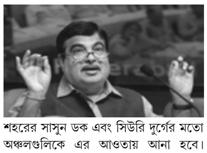

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : কেন্দ্রীয় জাহাজ ও সড়ক পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী নীতীন গড়করি এবার জলপথেও পর্যটনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চান। মুম্বইয়ে সম্প্রতি এ নিয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। দেশে জলপথে পর্যটনকে পুরোপুরি কার্যকর করতে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত হয় এই সম্মেলনে। সম্মেলনে হাজির ছিলেন দেশের ট্যুরিজম ও ট্রাভেল শিল্পের প্রতিনিধিরা। হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে জি আলফান্সো।

জানা গেছে, সম্মেলনে মুম্বই পোর্ট ট্রাস্টের কর্তারা কীভাবে জলপথে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে নিখুঁত বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে অ্যাকশন প্ল্যান। দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া এবং দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুম্বই হচ্ছে দেশের জলপথে পর্যটনের সেরা হাব। বৈঠকে স্থির হয়, মুম্বই শহরের সাসুন ডক এবং সিউরি দুর্গের মতো অঞ্চলগুলিকে এর আওতায় আনা হবে। এছাড়া কানোজি আংরে দ্বীপপুঞ্জ, মান্দোয়া, আলিবাগ এবং বিজয় দুর্গের মতো অঞ্চলগুলিকেও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নত করা হবে। কারণ জলপথেই পর্যটকরা এইসব অঞ্চলে যেতে পারবেন। এছাড়া দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করতে মেরিন ড্রাইভে নানাবিধ ওয়াটার স্পোর্টসেরও ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা হয়েছে। আনধিলে ফেরারি ফরমুলা ১ এবং গ্রাঁ পি-র মতো ইভেন্ট চালু হবে।

মান্দোয়াকে যোগ ও ধ্যানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। মুম্বই বন্দর থেকে জলপথে এই যোগ ও মেডিটেশন কেন্দ্রে যেতে পারবেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। এছাড়া মুম্বই বন্দরে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে গড়ে তোলা হবে চমৎকার সব রেস্তোরাঁ। জলপথে যাঁরা ভ্রমণ করবেন, তাদের একঘেয়েমি কাটাতে রাজ্য পর্যটন দফতর নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করবে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যটন সংস্থাগুলির মধ্যেও গড়ে তোলা হবে যোগাযোগ।

মুম্বই পোর্ট ট্রাস্টও এই ট্যুরিজম প্রজেক্টে অংশ নিচ্ছে। বলিউডকেও আইসিটি/ডিসিটি/মুম্বই বন্দরের ওয়াটার ফ্রন্টে শ্যুটিং করার অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়া মুম্বই-গোয়ার জলপথ পরিবহণকে নিয়ে প্রচারের জন্য বলা হবে ট্রাফিক এজেন্সিগুলিকে। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ভাসমান রেস্তোরাঁ এবং গিরগাম চৌপাট্টিকে মুম্বইয়ের মানুষ ও বিদেশি মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হবে। জলপথে যে সমস্ত আকর্ষণীয় শহরগুলি রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কেও জানানো হবে পর্যটকদের। এজন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির কর্মীদের তথ্য জানার সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার হতে হবে। তাদের চমৎকার জ্ঞান থাকতে হবে ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায়।

তিরুবনন্তপুরমে মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সংস্থার সদস্যরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মিছিলে পা মেলান।

দলিত পরিবারে হ্যান্ডপাম্প ব্যবহার করে স্নান সারলেন তেজ প্রতাপ

পাটনা, ১০ জুলাই : রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব সোমবার এক দলিত গৃহে স্নান করে হইচই ফেলে দিয়েছেন। বিহারে জাতপাতের রাজনীতি তীব্র। কোনও উচ্চবর্ণের মানুষ দলিত গৃহে গিয়ে স্নান করার ঘটনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবে এই তেজ প্রতাপই কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন, ভাই তেজস্বী অনেক বেশি সক্রিয়। তাঁর হাতেই রাজনীতির দায়িত্ব সঁপে দিয়ে তিনি অন্য কাজে মন দিতে চান। কিন্তু আরজেডির প্রতিষ্ঠা দিবসের ঠিক আগেই একটি ব্যানার ফটোগ্রাফে তেজ প্রতাপের স্ত্রী ঐশ্বর্যকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় নানাবিধ গুজব। কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হয়, সক্রিয় রাজনীতিতে আসছেন ঐশ্বর্য। প্রসঙ্গত, ঐশ্বর্য নিজেও রাজনৈতিক পরিবারেরই মেয়ে। তাঁর বাবা চন্দ্রিকা রাই আরজেডি নেতা। দাদু দারোগা প্রসাদ রাই একসময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কাজেই ঐশ্বর্য যে রাজনীতিতে আসবেন তা হয়তো সময়ের অপেক্ষা। যদিও যাদব বা রাই পরিবার, কোনও তরফেই এখনও পর্যন্ত ঐশ্বর্যর সরাসরি রাজনীতিতে আসার কথা জানানো হয়নি।

এদিকে ভাই তেজস্বীর সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে তেজ প্রতাপের। এই গুজবের মধ্যেই মহুয়ার করহাট্টিও পঞ্চায়েতের একটি দলিত গৃহে রীতিমতো হ্যান্ডপাম্প ব্যবহার করে স্নান সেরে হইচই ফেলে দিলেন তেজ প্রতাপ। এমনকি তিনি এদিন স্লোগানও দিয়েছেন, যারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে তারা জ্বলুক। তেজস্বী আরজেডি পার্টির পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে। জানা গেছে, এই স্লোগান শোনার পর তেজস্বী নাকি বড় ভাইয়ের আশীর্বাদ চেয়ে প্রণামও করেন। ভাইকে আশীর্বাদ করা ছাড়াও তেজ প্রতাপ আরজেডির মধ্যে যেসব সমাজবিরোধী রয়েছে, যারা যাদব পরিবারের মর্যাদাহানির ষড়যন্ত্র করছে তাদের এখনই দল থেকে তাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

বুরারি গণহত্যা, প্রিয়াঙ্কা ভাটিয়ার নাকি মাঙ্গলিক দোষ ছিল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : উত্তর দিল্লির বুরারিতে একই পরিবারের ১১ জনের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন থাকলেও পুলিশ আপাতত এই ঘটনাকে গণ আত্মহত্যা বলেই মনে করছে। তবে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত নয় এই গণ আত্মহত্যা নিয়ে। এজন্য পুলিশ অপেক্ষা করছে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ঠিক কী কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল জানার জন্য পুলিশ সাইকোলজিক্যাল অটোপ্সির সাহায্য নিতে চায়। কারণ বিভিন্ন মহল থেকেই বলা হচ্ছে, কোনও অশুভ শক্তির প্রভাবেই পরিবারের ১১ জন একইসঙ্গে আত্মহত্যা করেন। ১১ জনের মধ্যে ১ জন অর্থাৎ পরিবারের কর্ত্রী নারায়ণী দেবীর (৭৭) মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল বাড়ির একটি ঘরে। বাকি ১০ জনই অদ্ভুতভাবে আর একটি ঘরে ঝুলেছিলেন। তাঁদের দেহগুলি এমনভাবে ঝুলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল মৃতদেহগুলি দিয়ে বটগাছের আকার তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। এই কারণেই অনেকে বলছেন, 'ব্যাধ তপস্যা' করেই তারা আত্মাহুতি দেন। পরিবারের ধারণা হয়েছিল, এভাবে ঝুলে পড়ার পরও বেঁচে ফিরবেন তাঁরা। তবে পুলিশের মনেও প্রশ্ন উঠেছে, মৃত প্রিয়াঙ্কা ভাটিয়ার অর্থ জোগান দেওয়া নিয়ে। এই প্রিয়াঙ্কারই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল বছর শেষে। কয়েকদিন আগেই ধুমধাম করে তাঁর এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠানও হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রিয়াঙ্কার মাঙ্গলিক দোষ ছিল। সেই কারণেই দীর্ঘদিন তাঁর বিয়ে হয়নি। প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ঠিক হতেই তাই পরিবার আরও বেশি করে তন্ত্রমন্ত্রের অনুগামী হয়ে পড়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ভাটিয়াদের ঘরে তদন্ত চালিয়ে উদ্ধার করেছে ১১টি ডায়েরি। যেখানে মানসিক শান্তির নানা কথা ছাড়াও ঈশ্বরের কাছে কীভাবে পৌঁছনো যায়, সেই রাস্তার কথাও বলা হয়েছে, আর এখানেই আটকে গিয়েছে পুলিশ। প্রিয়াঙ্কার বিয়ের কিছুদিন আগেই কেন ভাটিয়া পরিবারের সব সদস্য আত্মহত্যা করল, তা ভাবাচ্ছে তাঁদের।

মায়ানগরীতে কাজ বন্ধ ডাব্বাওয়ালাদের

মুম্বই, ১০ জুলাই : মায়ানগরী অর্থাৎ মুম্বইতে অবিরাম বর্ষণের ফলে যেমন স্কুল-কলেজ বন্ধ, সেরকমই বন্ধ ডাব্বাওয়ালাদের কাজও। মুম্বইয়ে এই ডাব্বাওয়ালারা প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মুখে খাবার তুলে দেন তাঁরা। নির্দিষ্ট সময় মেনে নির্দিষ্ট খাবারের ডাব্বাটি তুলে দেন অভুক্তের হাতে। কিন্তু প্রবল বর্ষণে এবার তাঁরাও অসহায় হয়ে পড়েছেন। যান চলাচল বন্ধ। ফলে বন্ধ তাঁদের জীবন-জীবিকা।

বালুশিল্পের মধ্যে দিয়ে কিশোর থাই ফুটবলারদের জন্য প্রার্থনা সুদর্শনের

পুরী, ১০ জুলাই : থাই কিশোর ফুটবল দলের সদস্যদের শেষ পর্যন্ত সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে গুহার মধ্যে থেকে। এই অসাধ্য সাধন করতে থাইল্যান্ডের পুলিশকে সাহায্য করেছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন সহ বিভিন্ন দেশ। ভারতের মতো দেশও মানবিকভাবে পাশে ছিল তাদের। পুরীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক এই কিশোর থাই ফুটবল দলের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রার্থনা জানান তাঁর শিল্পের মাধ্যমে। পুরীর সমুদ্রতীরে গুহার মধ্যে আটকে পড়া কিশোর ফুটবলারদের মূর্তি তৈরি করেন তিনি বালি দিয়ে। তারপর সেই ছবির নিচে থাই কিশোর ফুটবলারদের নিরাপদে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা জানান বালিতে লেখার মধ্যে দিয়েই। 'থাই কেভ রেসকিউ' নামে এই অসাধারণ শিল্প সৃষ্টিতে পট্টনায়ক ব্যবহার করেছেন ৫ টন বালি। ৪ ফুট উচ্চতার এই ছবি তিনি শেষ করেছেন ৩ ঘণ্টায়। পরে পট্টনায়ক নিজেই জানান, 'কিশোর থাই ফুটবলাররা যাতে গুহা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে, সেজন্য এভাবেই আমি প্রার্থনা জানিয়েছি।' এছাড়া পট্টনায়ক তাঁর বালু শিল্পের মাধ্যমে থাই নৌবাহিনীর শিল ড্রাইভারের স্মৃতিতেও শ্রদ্ধা জানান। এই উদ্ধার অভিযানে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই ডুবুরির। গত শুক্রবার গুহায় আটকে পড়া বালকদের উদ্ধারের কাজ যখন চলছিল সেই সময় গুহার মধ্যে তোড়ে জল ঢুকে যাওয়ায়

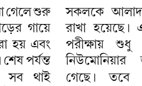

অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয় ওই ডুবুরির। জানা গেছে, গত ২৩ জুন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় গিয়ে ১২ জন থাই ফুটবলার আটকে পড়ে। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের ২৫ বছর বয়সি কোচও। এই থাই কিশোরদের বয়স ১১-১৬'র মধ্যে। ফুটবল প্র্যাকটিস শেষ করার পরই থাইল্যান্ডের থাং লুয়াং গুহায় অ্যাডভেঞ্চারে যায় তারা। সরু গুহার ভিতরে তারা ঢুকে পড়ার পরই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা। কিশোররা আটকে যায় গুহার মধ্যে। বেশ কয়েকদিন তাদের খোঁজ মেলেনি। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেলে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। পাহাড়ের গায়ে ড্রিল মেশিনে গর্ত করা হয় এবং চলতে থাকে অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে সব থাই ফুটবলারকেই। তবে বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দূষিত জল খাওয়ায় তাদের শরীরে নানারকম দূষণ ঘটে থাকতে পারে। ওই গুহার মধ্যে নানারকম পাখি ও বাদুড় থাকে। ফলে জল বিপজ্জনকভাবে দূষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গুহার বাইরে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের দল অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা সকলকেই পরীক্ষা করে দেখেন। হাসপাতালে সকলকে আলাদা আলাদা করে রাখা হয়েছে। এক্স-রে ও রক্ত পরীক্ষায় শুধু দু'জনের মধ্যে নিউমোনিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে।

[redacted]

F.No.2-25/ZP/N&M/2018-19/480
Zilla Parishad
North & Middle Andaman
Lucknow, Mayabunder
******

Dated the 30th May, 2018

E-TENDER NOTICE

The Chief Executive Officer, Zilla Parishad, North and Middle Andaman,Mayabunder on behalf of the President of India invites sealed tender from reputed Manufacturer/Authorised Agent/Dealers for the **Supply of Stationery Items and Electrical Items.** The requirements and schedule of tender are as detailed below:-

0 1	Name of Service	Supply of Stationery Items & Electrical Items
0 2	Eligibility	Reputed Firms/ Authorized Agent/Dealers
0 3	Earnest Money Deposit	Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only).
0 4	Date of issue of Tender document	Tender document can be download from eprocurement portal – **eproc.andaman.gov.in w.e.from 09/07/2018 to 29/07/2018 (giving a period of 21 days)**
0 5	Last date for submission of bid tender	**Up to 03.00PM on 26/07/2018**
0 6	Opening of Tender	**03.30PM on 01/08/2018**
0 7	Bid Validity period/validity of bid offer for acceptance by Zilla Parishad N&M Andaman, Mayabunder	**90 days** from the date of opening of tender.
0 8	Place of opening of tender	In the chamber of Chief Executive Officer, Zilla Parishad, N&MA, Mayabunder.
0 9	Performance Security	5% of the estimated value of contract which will be assessed after finalization of tender.
1 0	Duration of contract	The contract shall remain valid for a period of 01 year from the date of signing of agreement.

2606/18

Cheif Account Officer